প্রথম আলো

তারিখ 18 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

মানিকগঞ্জের সেই ভুয়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ●

মানিকগঞ্জের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আট ভুয়া শিক্ষকের ছয়জনই জুন মাসের বেতন-ভাতা তুলেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে তাঁদের জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় এক শিক্ষা কর্মকর্তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা চেয়ে ওই কর্মকর্তা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

মানিকগঞ্জ জেলা ও কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় সূত্র জানায়, কিশোরগঞ্জে কর্মরত অবস্থায় ১৯৮৪ সালে এই আট শিক্ষকসহ আরও ২৩ ভুয়া শিক্ষক ধরা পড়েন। নিয়োগপত্র, বদলির আদেশ ও চাকরির খতিয়ান বইসহ আনুষঙ্গিক সব কাগজপত্র তৈরি করে এসব শিক্ষক ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে বাজিতপুরসহ ফরিদপুরের বিভিন্ন উপজেলায় চাকরি নেন।

বাজিতপুরের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ফয়েজ উদ্দিন আকন্দ জানান, ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফরিদপুরের বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জনেরও বেশি সহকারী শিক্ষক চাকরি ও বদলি সূত্রে বাজিতপুর উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। এসব শিক্ষকের বদলির আদেশ, নিয়োগপত্র ও চাকরির খতিয়ান বই সন্দেহজনক প্রতীয়মান হওয়ায় তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেবাশীষ নাগ ১৯৮৪ সালে বিষয়টি তদন্ত করেন। তদন্তকালে অভিযুক্ত শিক্ষকদের অনেকেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তদন্তে নিয়োগ ও বদলিসংক্রান্ত কাগজপত্র জাল প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৮৪ সালের ৫ আগস্ট বাজিতপুর উপজেলা পরিষদের ৪০তম সভায় ২৬ জন শিক্ষককে ভুয়া শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে আরও পাঁচজন শিক্ষক ধরা পড়েন।

সূত্র জানায়, গত মাসেও ভুয়া শিক্ষক হরিরামপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. কাঞ্চন বিশ্বাস, হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হরিপদ বিশ্বাস, রামকৃষ্ণপুর নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিত্যগোপাল তরফদার, দক্ষিণ চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. লিয়াকত আলী এবং ঘিওর উপজেলার শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মণি ভূষণ মণ্ডল ও একই উপজেলার পূর্ব হেলাচিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জগবন্ধু তরফদার বেতন-ভাতা পেয়েছেন। অপর দুজনের মধ্যে জিতেন্দ্র কুমার রায় সিঙ্গাইর উপজেলার সিরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকা অবস্থায় ১৯৯২ সালে বরখাস্ত হন। মো. ফাইজ উদ্দিন আহমেদ হরিরামপুরের হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক থাকা অবস্থায় ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল মারা যান।

হরিরামপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম জানান, *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন প্রকাশের পর মানিকগঞ্জের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইউসুফ আলী তাঁর কাছে হরিরামপুরের চারজন ভুয়া শিক্ষকের তথ্য জানতে চান। এর পরপরই তিনি কাগজপত্র চেয়ে ওইসব শিক্ষককে পত্র দিয়েছেন। তিনি জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা না পেয়ে ভুয়া জেনেও তাঁদের বেতন-ভাতা দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে কাঞ্চন বিশ্বাস তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। অব্যাহত হুমকির মুখে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ১ জুলাই হরিরামপুর থানায় তিনি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

তবে কাঞ্চন বিশ্বাস অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি কিছুদিন ধরে ছুটিতে আছি। ইতিমধ্যে অব্যাহতি চেয়ে আবেদনও করেছি।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইউসুফ আলী বলেন, 'ভুয়া শিক্ষকদের বিষয়ে অধিদপ্তর থেকে কোনো তদন্ত হয়নি। কোনো নির্দেশনা পাইনি। তবে আমি নিজ উদ্যোগেই এ ভুয়া শিক্ষকদের খোঁজখবর নিচ্ছি।'